

ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

স-৯৭

আগরতলা, ০৭ এপ্রিল, ২০১৮

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার মাধ্যমে রোজগার
ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ত্রিপুরা এগিয়ে যাবে : মুখ্যমন্ত্রী

ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এ রাজ্যের যুবক-যুবতীদের কর্মদক্ষতা কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরাকে উন্নয়নের দিক দিয়ে একটি মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার উপর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি আজ সকালে প্রজ্ঞাভবনের ১নং হলে রাজ্যে ‘প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা’ (পি এম কে ভি ওয়াই)-র আওতায় দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরাতেই প্রথম এই প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হয়। তিনি বলেন, যোগাযোগ পরিকাঠামোর মূল ভিত্তি হচ্ছে সড়ক পথ, জল পথ ও বিমান পথ। কিন্তু ত্রিপুরাতে মূলত: যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সড়ক পথকে ভিত্তি করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাস্তা তৈরী করার জন্য ত্রিপুরায় পাথরের অভাব থাকায় ইটের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। যা মাটি দিয়ে তৈরী হয়। রাজ্যের ইট ভাট্টাগুলিতে দক্ষ আশুন মিস্ত্রি না থাকায় ইট ভাট্টাগুলিতে রাজ্যের বাইরে থেকে বেশি টাকা মজুরী দিয়ে দক্ষ কারিগর আনতে হচ্ছে। রাজ্যে ৩৫০টির মতো ইট ভাট্টা থাকা সত্ত্বেও এর সুফল তেমন ভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। যে অঞ্চলে ইট ভাট্টা স্থাপিত হয়েছে সেখানকার স্থানীয় লোকেরা যাতে আশুন মিস্ত্রির কাজটা দক্ষতার সাথে রপ্ত করতে পারেন তার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন।

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীন দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারী চাকরি কোনও দেশের বা রাজ্যের উন্নয়নের মাপকাঠি নির্ধারণ করতে পারে না। রাজ্যের উন্নয়নের মাপকাঠি নির্ধারণ করবে ছোট শিল্প, শিল্প কারখানা, কর্মদক্ষতার উন্নয়ন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জাপান, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ইজরায়েল আয়তনের দিক দিয়ে বিশ্বমানচিত্রে অনেক ছোট হলেও এ দেশগুলি উন্নতশীল দেশের নিরিখে চরম শিখরে রয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী গ্রাম উন্নয়ন, কুটির শিল্প উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তখনকার সময়ের সরকার জোর দিয়েছিলো বড় শিল্প কারখানা গড়ে তোলার ওপর। কিন্তু দক্ষতার অভাবে ভারতবাসী সেই শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থানের সুযোগ পেলোনা। যার ফলে ভারতের বাইরে থেকে দক্ষ কারিগর এনে সেই কারখানা চালানো হতো। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার মাধ্যমে রোজগার এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ত্রিপুরা এগিয়ে যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে রাজ্যে যে সমস্ত শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে তাতে এ রাজ্যের যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান যাতে হয় সেই জন্য তাদের আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবকে বলেন।

***২-র পাতায়

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মুখ্য সচিব সঞ্জীব রঞ্জন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান সচিব এম নাগারাজু। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা এস প্রভু। অনুষ্ঠানে সমস্ত অংশগ্রহণকারী যুবক-যুবতীদের দক্ষতার উন্নয়নের উপর শপথ বাক্য পাঠ করান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়া অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী একটি নিউজলেটার উন্মোচন করেন এবং দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবকে যুবতীদের হাতে শংসাপত্রও তুলে দেন। বিভিন্ন সেক্টর স্কীল কাউন্সিলের সাথে রাজ্য সরকারের মৌ স্বাক্ষর কর্মসূচিও অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার স্টেট কম্পোনেন্ট কর্মসূচি রূপায়ণে দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর বর্তমানে স্বীকৃতি প্রাপ্ত ১৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ১৮৩০ জন যুবক-যুবতীদের ১৩টি সেক্টরে প্রশিক্ষণ দেবে। প্রথম অবস্থায় রাজ্যের ৫টি জেলায় এই কর্মসূচি শুরু হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় ২০২০ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় ১ লক্ষ ১৬ হাজার ১২৩ জন যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩৭ হাজার ৬২ জন যুবক-যুবতীদের রাজ্য সরকার সেন্ট্রালি স্পনসর্ড স্টেট ম্যানেজমেন্ট কম্পোনেন্ট (সি এস এস এম)-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।